কেস-স্টাডি

১) অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

এক কাঠুরের তিন ছেলে। তাদের মধ্যে ছোটো ছেলেটি একটু বোকা; তাই তাকে সকলে হাঁদারাম বলে ডাকে। একদিন কাঠুরে তার বড়ো ছেলেকে বলল, 'আজ আমার অসুখ করেছে, আমি কাঠ কাটতে বনে যেতে পারব না, তুমি যাও।' তা শুনে কাঠুরের বড়ো ছেলে কাঠ কাটতে বনে চলল। তার মা তার সঙ্গে রুটি আর দুধ দিয়ে বলে দিল, 'বন তো ঢের দূরে, সেখানে গিয়ে তোমার বড্ড খিদে পাবে। তখন এই রুটি আর দুধ খেয়ো।' বনের ধারে এক বুড়ো বসেছিল। সে কাঠুরের ছেলেকে দেখে বলল, 'আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আমাকে একটু কিছু খেতে দেবে?' বড়ো ছেলে বলল, 'যা আছে তাতে আমার নিজের পেট ভরবে না। তোকে কোত্থেকে দেব; পালা।' এই বলে সে, কাঠ কাটতে গেল। গিয়ে যেই একটা গাছ কাটতে কুড়ুল উঠিয়েছে, অমনি সেই কুড়ুল ফস্কে তার হাতের উপর পড়ে গেল। হাত কেটে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগল। কাজেই কাঠ কাটা আর হল না। পরদিন মেজ ছেলে কাঠ কাটতে গেল। তার সঙ্গে মা রুটি আর দুধ দিল। সেদিনও সেই বুড়ো বনের ধারে বসেছিল, আর কাঠুরের ছেলের কাছে খেতে চাইল। তার মেজো ছেলে বলল, 'নিজে না খেয়ে তোমাকে খেতে দিই আর কি। বয়ে গেছে। তারপর সে বনের ভিতর গিয়ে কাঠ কাটবার জন্য যেমনি কুড়ুল উঠিয়েছে, অমনি ধপাস করে কুড়ুলটা তার পায়ের উপর পড়ে গেল, কাজেই সেদিন আর সে হেঁটে বাড়ি যেতে পারল না। তারপর কাঠুরের ছোটো ছেলে গেল কাঠ কাটতে। সে বেচারা বোকা বলে তাকে কেউ ভালোবাসে না। তার সঙ্গে তার মা খাবার দিল খালি বাসি রুটি আর জল। সেদিনও বনের ধারে সেই বুড়ো বসে। হাঁদারামকে দেখে "বড়ো খিদে পেয়েছে বাবা। কিছু খেতে দেবে?" বলল বুড়ো। হাঁদারাম বলল, "তাই তো, কী করি? আমার কাছে তো কিছু নেই। শুধু বাসি রুটি আর জল আছে, তাতে কি তোমার পেট ভরবে?'' তারা দুজন মিলে সেই রুটি আর জল ভাগ করে খেল। খেয়ে দেয়ে, বুড়ো ভারি খুশি হয়ে বলল, "তুমি আজ প্রথমেই যে গাছটা কাটবে, তার নীচে একটা খুব ভালো জিনিস পাবে।'' তারপর হাঁদারাম গেল কাঠ কাটতে। গিয়ে সে একটা গাছ কাটতেই গাছের ভিতর থেকে বার হল সুন্দর একটি সোনার হাঁস।সমস্ত দিন কাঠ কেটে, সন্ধ্যার সময়ে, কাঠ আর সেই হাঁসটি নিয়ে হাঁদারাম বাড়ি চলেছে, আর খানিক দূরে যেতেই রাত হয়ে গিয়েছে। তখন সে ভাবল, 'রাত্রে আর কোথায় যাব? একটা সরাইয়ে আজ থাকি।' এই ভেবে সে এক সরাইখানাতে গিয়ে উঠল। সরাইওয়ালার দুই মেয়ে। সোনার হাঁস দেখে তাদের ভারি লোভ হয়েছে। দুজনেই মনে করছে, 'ওর একটা পালক নিয়ে খোঁপায় পরব।'

রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়েছে, কেউ জেগে নেই, তখন সরাইওয়ালার বড়ো মেয়ে পা টিপে টিপে হাঁসের কাছে গেল। হাঁসের কাছে গিয়ে যেই সে তার একটা পালক ধরে টেনেছে, অমনি সর্বনাশ। পালক তো ছিঁড়ল না, লাভের মধ্যে তার হাতখানা হাঁসের গায়ে আটকে গেল। কিছুতেই সে হাত খুলল না। কাজেই সেখানে বসে থাকতে হল। খানিক পরে তার বোনও পালক চুরি করতে এসেছে। এসে দেখে তার দিদি হাঁস নিয়ে কী করছে, অমনি সে তার কাছে গিয়ে হাত ধরে বলল, "বাঃ। তুমি একলা নেবে নাকি? আমাকে দাও ?'' বলে, আর সে তার হাত টেনে আনতে পারে না। সে তার দিদির হাতের সঙ্গে একেবারে জুড়ে গিয়েছে। কাজেই সেই রকম হয়ে দু বোনকে সমস্ত রাত সেইখানে থাকতে হল।

সকালে উঠে হাঁদারাম তার হাঁস নিয়ে বাড়ি চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে সরাইওয়ালার দুই মেয়েই হেঁচড়ে ছেঁড়ে চলেছে। তাই দেখে সরাইওয়ালা ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এল, 'আরে, কোথায় যাচ্ছিস? বুড়ো বুড়ো মেয়েরা এমনি

করে চলেছিস, লজ্জা করে না?' বলে যেই তার ছোটো মেয়ের হাত ধরেছে, অমনি সেও তাদের সঙ্গে আটকে গেছে। হাঁদারাম কিন্তু সেদিকে চেয়েও দেখে না। সে তার হাঁস নিয়ে, আর হাঁসের সঙ্গে তাদের তিনজনকে নিয়ে, মনের সুখে বাড়ি চলেছে। সেইখান দিয়ে তখন এক গোয়ালা যাচ্ছিল। সে সরাইওয়ালাকে দেখে দৌড়ে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "কোথায় যাচ্ছ? গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছো নাকি? আমার দুধের দাম দিয়ে গেলে না!'' আর দুধের দাম। গোয়ালা তখন হাত নিয়েই ব্যস্ত; তার হাত সরাইওয়ালার কাধে আটকে হাঁদারামের সঙ্গে চলেছে। গোয়ালার যে গোয়ালিনী ছিল, তার মেজাজ ছিল কড়া। সে ঘরের জানালা দিয়ে দেখলে, দুটি লোকের সঙ্গে দুটি মেয়ে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তার গোয়ালাও চলে যাচ্ছে। অমনি সে ঝাঁটা হাতে দৌড়ে বেরিয়ে এল, কিন্তু কিছু না বলে একেবারে গিয়ে গোয়ালার পিঠে দিয়েছে ঝাটা বসিয়ে আর অমনি গোয়ালার পিঠে ঝাঁটা আর ঝাঁটায় গোয়ালিনীর হাত আটকে গিয়ে সেও হাঁদারামের সঙ্গে চলেছে।

সে দেশে যে রাজা, তাঁর মেয়ে কখনও হাসত না। তাই রাজা ঢোল পিটিয়ে দিয়েছিলেন, যে তাঁর মেয়েকে হাসাতে পারবে সে-ই তাকে বিয়ে করবে। এই কথা শুনে হাঁদারাম তার হাঁস ঘাড়ে করে আর তার পিছনে সরাইওয়ালার বড়ো মেয়ে, তার পিছনে সরাইওয়ালার ছোটো মেয়ে, তার পিছনে সরাইওয়ালা, তার পিছনে গোয়ালা আর ঝাঁটা হাতে গোয়ালিনীকে নিয়ে, একেবারে রাজার সভায় গিয়ে উপস্থিত হল। তাদের সেই চমৎকার তামাশা দেখে সকলে, রাজামশাই নিজে, রানি আর তার সখীরা সকলে একেবারে মাটিতে লুটোপুটি করে হাসতে লাগলেন। আর, সকলের চেয়ে বেশি হাসল রাজার সেই মেয়ে।

প্রশ্ন :

ক) কাঠুরে বলা হয় -

যারা শ্মশানে মরা পোড়ায় / যারা কাঠ কাটে / যারা কাঠের আসবাবপত্র কেনাবেচা করে / যারা মিষ্টি বানায়

খ) সোনার কাজ যারা করে -

আর্টিস্টিক / কর্মকার / স্বর্ণকার / শ্রমকার

গ) সরাইখানা বলতে বোঝায়-

ডাক্তারখানা / পাঠ্যশালা / পান্থশালা / প্রস্থান স্থল

ঘ) হাঁদারামের সঙ্গে কাঠুরের সম্পর্ক -

দাদা-ভাইয়ের / পিতা-পুত্রের / কাকা-ভাইপোর / মামা- ভাগ্নের

ঙ) গোয়ালা বলা হয় -

বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা দুধ বিক্রি করে / যারা গরুর মালিক / যারা গরু চড়ায় / যারা গরু কেনাবেচা করে